যুগান্তর

তারিখ ... 01 MAR-2008
পৃষ্ঠা ২

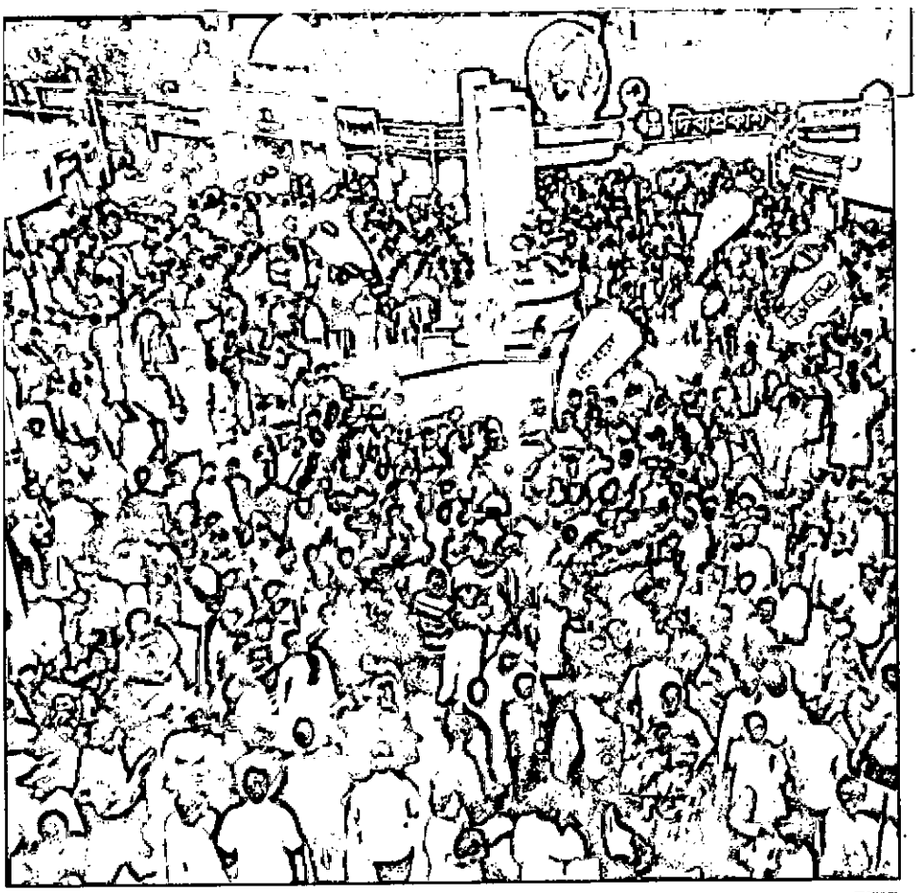

যুগান্তর

'ভাঙল মিলনমেলা ভাঙল...'। টানা ২৯ দিনের অমর একুশে বইমেলা শেষ হয়েছে শুক্রবার। শেষদিনে মেলা প্রাঙ্গণ ছিল লোকারণ্য

সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ

ালিম আজাদ/শুচি সৈয়দ/কাওসার সোহেলী

াক্রির সর্বকালের রেকর্ড ভেঙ্গে শেষ হয়ে গেল একুশের বইমেলা। াসব্যাপী লাখ লাখ মানুষের বইপ্রেমের এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন ল এবারের বইমেলায়। এবার ২০ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছে। ত মেলার চেয়ে এবারের বিক্রি দ্বিগুণ। গত মেলায় বিক্রি হয়েছিল ০ কোটি টাকার বই। নতুন বই প্রকাশ পয়েছে এবার ২ হাজার ৫৭৮টি। গতবার তুন বই প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৩২টি। াংলা একাডেমীর হিসাব মতে এবারের মলায় আনুমানিক ২৫ লাখ লোকের ামাগম হয়েছে। রেকর্ড পরিমাণ বিক্রিতে াকাশক, বিক্রেতা, মেলা কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সবাই দারুণ খুশি। াকমাত্র বাংলা একাডেমীই এবার সাড়ে ৬৫ লাখ টাকার বই বিক্রি সরেছে। গত বছর একাডেমী বিক্রি করেছিল ৪৩ লাখ ৪৫ হাজার াকার বই।

মলায় বিক্রির হিসাব জমা দিতে বাংলা একাডেমী থেকে বৃহস্পতিবার সব স্টলে একটি কুপন পাঠানো হয়। কুপনে কোন স্টল বা সংস্থার নাম প্রকাশ না করে সব স্টলে বিক্রির সঠিক হিসাব দিতে অনুরোধ করা হয়। গতকাল সকালে একাডেমীর লোকজন স্টল থেকে হিসাবের কুপন সংগ্রহ করেন। বিকালে একাডেমী থেকে এবারের মেলার মোট বিক্রির হিসাব সাংবাদিকদের জানানো হয়। এক সূত্র জানায়, প্রায় ২৫টি স্টল থেকে বিক্রির হিসাব জমা দেয়া হয়নি। এছাড়া বেশ কয়েকটি বড় স্টল থেকে বিক্রির যে চিত্র দেয়া হয়েছে, তাতেও সঠিক হিসাব দেয়া হয়নি বলে মনে করা হচ্ছে।

মেলায় ২০ কোটি টাকার বই বিক্রি

এবার প্রকাশিত নতুন বইয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ কবিতার বই বের হয়েছে ৫৮৬টি। এরপরই রয়েছে উপন্যাস ৪৮৯, গল্প ২৪৯, প্রবন্ধ ১১৭, গবেষণা ৫৬, শিশুসাহিত্য ১৪৬, ছড়ার বই ১১৩, জীবনী ৮২, রচনাবলী ৪, মুক্তিযুদ্ধ ৬৮, নাটক ২০, বিজ্ঞান ৪১, ভ্রমণ-৪১, ইতিহাস ৩৮, রাজনীতি ১৬, চিকিৎসা/স্বাস্থ্য ২৭, কম্পিউটার ৯, রম্য-ধাঁধা ভঙ্গ : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৮

ভঙ্গ : রেকর্ড

(১ম পৃষ্ঠার পর) ২৫, ধর্মীয় ২৭, অনুবাদ ৩৭, অভিধান ৪, সায়েন্স ফিকশন ৬২, অন্যান্য বই প্রকাশ পেয়েছে ২৫৫৪টি।

গত পহেলা ফেব্রুয়ারি মেলা শুরু হয়। প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ মেলার উদ্বোধন করেছিলেন। পুরো এক মাস মেলায় মানুষের ঢল নামে। অতীতে শুধু ছুটির দিনগুলোতেই মেলায় লোকের ঢল নামত। এবার প্রায় প্রতিদিনই মেলা ছিল লোকেলোকারণ্য।

মেলায় এবার সর্বোচ্চ বিক্রির মধ্যে রয়েছে বাংলা একাডেমীর দুটি অভিধান, শিশু-কিশোরদের বিভিন্ন বই, উপন্যাস ও গল্প। এরপরই রয়েছে সায়েন্স ফিকশন ও কবিতার বই। উপন্যাসের মধ্যে হুমায়ূন আহমেদের হিমু রিমান্ডে মেলায় ১৪টি সংস্করণ ও মিসির আলীর চশমা ৯টি সংস্করণ হয়েছে। এছাড়া তার অখণ্ড মধ্যাহ্ন বইটিও তৃতীয় সংস্করণ হয়। এ বইগুলো প্রকাশ করেছে অন্যপ্রকাশ। এরপরই রয়েছে মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও ইমদাদুল হক মিলন, হুমায়ুন আজাদ, ড. আনোয়ার হোসেনের দুটি বই। ইমদাদুল হক মিলনের মোট চারটি বই তৃতীয় সংস্করণ হয়েছে। ড. আনোয়ার হোসেনের সিএমএম কোর্টের জবানবন্দি ও কারাগারের দিনলিপি বই দুটি তৃতীয় সংস্করণ হয়েছে। এছাড়াও মোহিত কামাল, নাসরিন জাহান, মোস্তফা কামাল, সৈয়দ শামসুল হক, রফিক আজাদের বই মেলায় ভালো কাটতি ছিল।

বইমেলার পরিবেশ ও বিক্রির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ এবং লেখক প্রকাশকরা খুব খুশি। এ ব্যাপারে 'অন্যপ্রকাশের' মাজহারুল ইসলাম বলেন, এবারের বিক্রি অতীতের সব মেলার চেয়ে বেশি। দর্শকরা ভিড়ের কারণে অনেক স্টলে যেতেও পারেননি। তারপরও বিক্রিতে তিনি খুশি। গত মেলার চেয়ে তাদের স্টলে দ্বিগুণ বিক্রি হয়েছে বলে তিনি জানান। অবসরের আলমগীর হোসেন বলেন, মেলার পরিসর আরও বাড়ানো উচিত ছিল। অতীতের চেয়ে তাদের স্টলেও বিক্রি অনেক বেশি হয়েছে। আগামী প্রকাশনীর ওসমান গনি বলেন, এবারের বিক্রিতে সব রেকর্ডই ভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর খামখেয়ালির কারণে মেলার সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে। এ কারণে পাইরেসি বই বিক্রি ঠেকানো যায়নি। অনুপমের মিলন নাথ বলেন, তাদের স্টলে রেকর্ড পরিমাণ বিক্রি হয়েছে, গতবারের তিনগুণ। অনন্যার স্বত্বাধিকারী মনিরুল হক জানান, তাদের স্টলে গতবারের চেয়ে অনেক বেশি বিক্রি হয়েছে। তিনি বলেন, পাঠকও বেড়েছে। বইও বেশি প্রকাশ পেয়েছিল। বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণে বিক্রি বেড়েছে। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ বলেন, মেলা আয়োজনের বৈচিত্র্যমুখী বিষয়গুলো যেমন মেলাকে সফল করতে সহায়ক হয়েছে, তেমনি প্রকাশকরাও বিপুল পরিমাণ এবং অনেক মানসম্মত বই প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, দর্শক আগমন, বিক্রি এবং বই প্রকাশে অতীতের সব রেকর্ডই শুধু ভাঙেনি এ মেলা— এবারের মেলায় দুটি বুলেটিন প্রকাশ পায়। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে খাবার স্টলস দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য তারা চেষ্টা করেছেন। এজন্য সব মহলকে অভিনন্দন জানান।